সুরক্ষা শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনায়

ড. উত্তম কুমার দাশ

সম্পাদনায়

শাহীনারা বেগম

অঙ্কন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

প্রণয়নে

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

কারিগরি সহায়তায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

European Union

BREAKING THE SILENCE

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

প্রকাশক

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

১০/১৪ ইকবাল রোড

মোহাম্মদপুর, ঢাকা–১২০৭

ফোন : ৮১২৯৯২৬, হটলাইন : ০১৭৭৮২৪৯২৭৭

E-mail: btsbd94@yahoo.com

Web: www.breakingthesilencebd.org

অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সহযোগিতায়

সেভ দ্য চিলড্রেন

অংকন ও ডিজাইন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	১০
তৃতীয় অধ্যায়	২৩
চতুর্থ অধ্যায়	৩৫

প্রথম অধ্যায়

শিশু সুরক্ষায় আমাদের পরিবার ও সমাজ

পরিবারের মধ্যেই শিশু বেড়ে ওঠে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে ঘিরে পরিবারের সকলে আমরা আনন্দে মেতে উঠি। শিশুটিই হয়ে ওঠে আনন্দের বিষয়। পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজন সকলেই শিশুটিকে দেখতে আসে এবং মিষ্টিমুখ করে। পরিবারের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শিশুটির থাকার ঘর, বিছানা এবং তার পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে সকলের চিন্তা ভাবনার শেষ থাকে না। শিশুর জন্মকালীন ও জন্ম পরবর্তি সকল ধরনের সেবাযত্ন শিশুর শারীরিক সুরক্ষার জন্য। শিশুর মানসিক প্রশান্তির জন্য কোনো কোনো পরিবারে মায়ের জন্য বিশেষ যত্ন নেন, শিশুর জন্য লাল ফুল চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখে। পরিবারে এসব কাজ করা হয় শিশুর সুরক্ষার জন্য। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং মা-বাবার কোল পেরিয়ে প্রতিবেশির কোলে এভাবে এক সময়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। শিশু এ পর্যায়ে পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয় এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। শিশুর বিভিন্নকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাকে বিভিন্ন ব্যাক্তির সংস্পর্শে আসতে হয়। শিশুর সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয় এ পর্যায়ে। শিশু জন্মকালীন ও জন্ম পরবর্তিতে পরিবার যেভাবে সুরক্ষা প্রদান করেছে এ পর্যায়ে পরিবার তেমনটি করতে পারছে না। তবে শিশুর সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকার পাশাপাশি সমাজের ভূমিকাও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

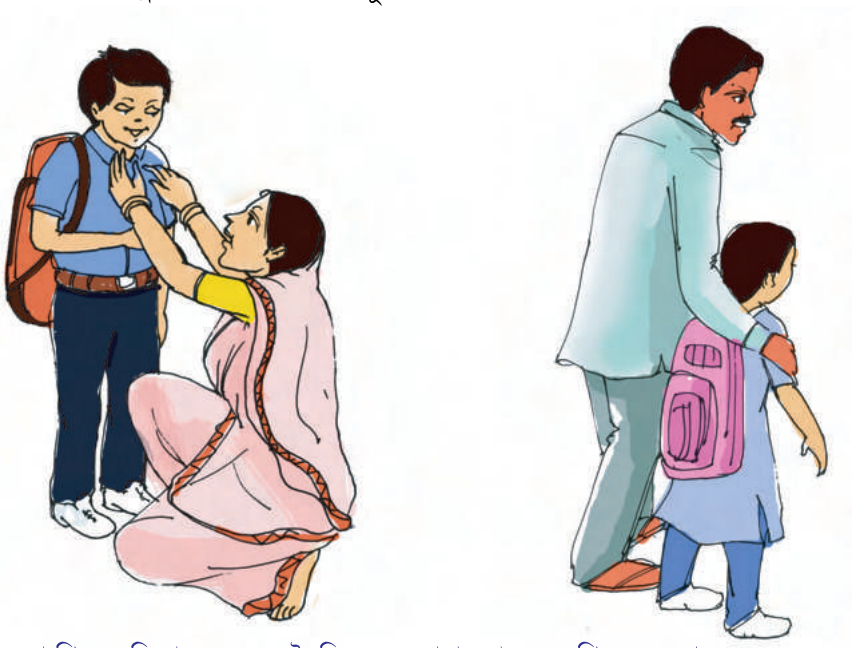

মা শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি করছে, বাবার হাত ধরে শিশু স্কুলে যাচ্ছে

এ অধ্যায়ে আমরা

- শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পরিবার ও সমাজে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১: শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

পরিবার শিশু সুরক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিকতা বিকাশে পরিবারের ভূমিকা সর্বাধিক। শিশু সুরক্ষার সাথে এ চারটি দিকের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার সম্পর্ক গভীর। আবার শিশু পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তাই শিশুর সার্বিক বিকাশে সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশবকালে পরিবারের সদস্যগণ শিশুর শারীরিক পরিচর্যার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দেন। কিন্তু এ সময়ে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে বিশেষ কতগুলো দিকের প্রতি পরিবারের সদস্যগণ প্রয়োজনীয় খেয়াল রাখতে পারে না। চাকুরিজীবি বা শ্রমজীবি পরিবারের দেখা যায় শিশু সন্তানকে আত্মীয়-স্বজন, বাসার কাজের লোক

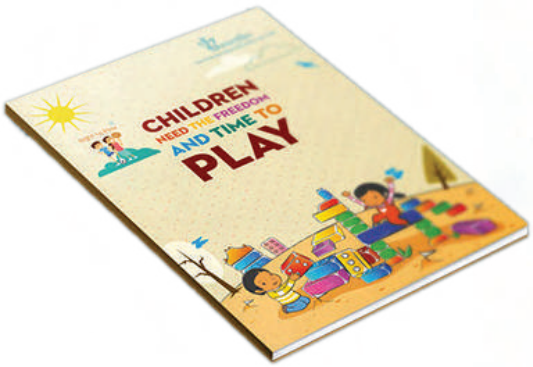

শিশু অধিকার সম্পর্কিত পুস্তিকার কভার

প্রতিবেশি সভায় প্লাকার্ড হাতে শিশু

কিংবা প্রতিবেশির কাছে রেখে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের শিশু সন্তান নিরাপদ কিনা তা কখনো ভাবছেন না। তাছাড়া কোনো কোনো অভিভাবক তাদের সন্তান এ সব ক্ষেত্রে অনিরাপদ কিনা তা কল্পনাও করছেন না।। আমাদের সমাজে কোনো কোনো পরিবারে শিশুর সুরক্ষা বলতে বুঝেন তাদের সন্তানদের পেট ভরে খাবার কিংবা বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ দিতে পারা। শিশুটি কার সাথে মিশছে, কার সাথে খেলছে, কোথায় যাচ্ছে, কি করছে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব আমরা অনেক অভিভাবকই দিতে পারব না। এ ধরনের ভূমিকা পালনের কারণে শিশুর জীবনে বহু সমস্যা ঘটে যেতে পারে। কোনো কোনো শিশু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে এমনকি যৌন শোষণের মত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বড় বাধা। সুতরাং শিশুটিকে সুরক্ষিত রাখতে পরিবারের সদস্য ও সমাজের ভূমিকা হলো-

- শিশুর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং সচেতন হওয়া;
- পরিবারে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন এবং কাজের লোককে শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং শিশুর প্রতি এ সব অধিকার পূরণে সকলকে আচরণির শিক্ষা দেওয়া;

- পরিবারে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন এবং কাজের লোকের শিশুর প্রতি আচার- আচরণ সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখা;
- শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা;
- শিশুকে ভাল এবং মন্দ স্পর্শ সম্পর্কে সচেতন করা ও শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দেয়া;
- ভয়হীনভাবে যে কোনো সত্য কথা বলতে সাহসী করে তোলা;
- ভাল এবং খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা;
- ভাল ও মন্দ লোকের আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কিত ঘটনা বলার মাধ্যমে শিশুকে সচেতন করা;
- প্রতিবেশি শিশুর প্রতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে সচেতন করা; প্রতিবেশি শিশু এবং অভিভাবক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা;
- প্রতিবেশি সভা আয়োজনের মাধ্যমে 'শিশু সুরক্ষা শিক্ষা' আলোচনা করা; শিশুর অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা সংগ্রহ করে প্রতিবেশি সভায় আলোচনা করা;

একক কাজ : তোমার সুরক্ষায় তোমার পরিবার কী ভূমিকা রাখছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-২: পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি

আমাদের দেশে শিশু পরিবার ও সমাজে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। অনেক পরিবারে শিশু কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা জন্মাবার আগেই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এ বয়সে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত দরিদ্র পরিবারে বাবা-মায়ের সাথে পারিবারিক বিষয়ে বিভিন্ন কারণে ঝগড়া হতে দেখা যায়। এ কারণে বাবার প্রতি মায়ের রাগ কমানোর জন্য মা শিশু সন্তানকে নির্যাতন করেন। আবার এ কারণে বাবাকেও শিশুকে নির্যাতন করতে দেখা যায়। পরিবারের বড়ভাই বা বোনদের হাতেও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। তবেপরিবারের কাজের জন্য রাখা শিশুর প্রতি নির্যাতনে ঘটনা সমাজে অধিক। প্রতিবেশি শিশুর সাথে খেলতে গিয়েও দুর্বল শিশুটিকে নির্যাতনেরশিকার হতে হয়। এ পরিস্থিতি বিদ্যালয়েও লক্ষ করা যায়। আবার যে সকল শিশুর মা-বাবা দুজনেই প্রতিদিন পেটের ভাত জোগারের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন এসকল শিশু কিভাবে বেড়ে উঠছে তা আমরা সকলেই জানি। এ সব শিশুরা অনাদর অবহেলায় বড় হতে থাকে। এসব শিশুরা পরিবার, পাড়া প্রতিবেশিসহ সকলের মাধ্যমেই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আবার যেসব পরিবারে কাজের লোক রাখে এদেরমাধ্যমেও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে।

শিশু নির্যাতন কেবলমাত্র শরীরের বাহিরের অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ নির্যাতন শিশুর গোপন অঙ্গেও ঘটে থাকে। শিশুর প্রতি এ নির্যাতন পরিবারে এক রকম আবার বিদ্যালয়, প্রতিবেশির মাধ্যমে আরেক রকম। শিশুর শরীরেহাত তোলা, আছার মারা, কোনো কাঠি দিয়ে মারধর, রান্নার জিনিসপত্র দিয়ে আঘাত করা যেমন- খুন্তি দিয়ে আঘাত করা, গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাকা দেওয়া, শিশুকে যথা সময়ে খেতে না দেওয়া, শিশুকে বাসি-পঁচা খাবার খেতে দেওয়া, শিশুকে পরিমান মতো খাবার না দেওয়া, শিশুকে

রান্না ঘরে ঘুমাতে বাধ্য করা, কোনো শক্ত বস্তুর মাধ্যমে খোচা দেওয়া, শরীরের অঙ্গে চিমটি কাটা প্রভৃতি নির্যাতন পরিবারের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। তাছাড়া যে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন তা হলো যৌন নির্যাতন, যা পরিবারে পরিচিতজনের মাধ্যমেই অধিক ঘটে থাকে। পরিবারে কাজের লোক, আত্মীয়, সম্পর্কে ভাই এমন ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্যাতন ঘটে থাকে। পরিবারে এ ঘটনা কেউ প্রকাশ করতে চায় না। তাছাড়া নির্যাতনের শিকার শিশুটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখবুঝে সহ্য করে, ভয়ে প্রকাশ করে না। শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন শিশু বড় হলেও ভুলতে পারে না। সারা জীবন এ ধরনের নির্যাতনের কষ্ট বয়ে বেড়াতে হয় পরিবারে শিশুর প্রতি মানসিক নির্যাতনও করা হয়ে থাকে। শিশুকে গালমন্দ করা, শিশুর ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা, অন্য শিশুর সাথে তাকে তুলনা করা, শিশুকে নোংরা কথা বলা প্রভৃতি শিশুর মানসিক দিকের অনেক ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া শিশুর প্রতি যেকোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন শিশুর মানসিক দিকের ক্ষতি করে থাকে।

খুন্তি দিয়ে আঘাত করা বা গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাকা দেওয়া

বিদ্যালয়ে শিশুর প্রতি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন করা হয়ে থাকে। রোদে দাড়ঁ করে রাখা, কান ধরে ওঠবস করানো, বত্রাঘাত করা, হাতের আঙ্গুলের মাঝে পেন্সিল রেখে চাপ দেওয়া, চিমটি কাটা প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমে শিশুকে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে থাকে। তাছাড়া শিশুকে নোংরা কথা বলা, যৌন বিষয়ক আপত্তিকর কথা বলা, বাবা-মা তুলে বাজে কথা বলা, শিশুকে তুচ্ছ করা প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমেও শিশুকে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশুর প্রতিএ

কান ধরে ওঠবস করানো

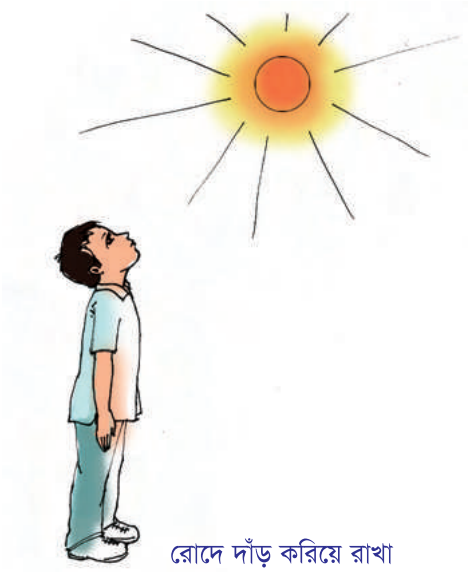
রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা

ধরনের আচরণ শিশুর শারীরিক ও মানসিক দিকের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। প্রতিবেশির মাধ্যমেও শিশু নির্যাতন ঘটে থাকে। প্রতিবেশি শিশুর সাথে খেলতে গিয়ে মারধরের শিকার হওয়া, জায়গাজমি নিয়ে বিরোধের ফল হিসেবে মারধর, গুম, অপহরণ প্রভৃতির শিকার হওয়া, তুচ্ছ ঘটনায় লাঠির আঘাত পাওয়া, নোংরা কথা শোনা প্রভৃতি নির্যাতন প্রতিবেশির মাধ্যমে ঘটে থাকে। আমাদের সমাজজীবনে শিশু নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। যেসব শিশুরা শ্রমজীবি তাদের প্রতি মালিক পক্ষের নির্যাতন বহু ধরনের। শিশুকে ঝুকিঁপূর্ণ কাজ যেমন- চুড়ি কারখানার কাজ, ভারী বস্তু বহন, গাড়ি চালানো, মাদক দ্রব্য বহন, যৌন কাজে ব্যবহার প্রভৃতি করতে বাধ্য করা। পথ শিশুরা রাস্তাঘাটে রাত কাটায়। এসব শিশুরা বিভিন্নভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। যেসব শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু তারাও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি বহু। তবে সকল ধরনের শিশু নির্যাতন আমাদের পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে, শিশুর কাজের ক্ষেত্রে অধিক ঘটে থাকে। সুতরাং শিশুর সুরক্ষায় আমাদের শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্র ও ধরন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন যা আমাদেরকে সচেতন হতে সহায়তা করবে।

দলীয় কাজ :

শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্র	নির্যাতনের প্রকৃতি লিখ
পরিবার	
প্রতিবেশি	
বিদ্যালয়	
শিশুর কাজের পরিবেশ	

পাঠ-৩: পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের কারণ

পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের বহু কারণ রয়েছে। আমরা পূর্বের পাঠে পরিবার ও সমাজে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি সম্পর্কে জেনেছি। পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয় এবং সমাজজীবনে শিশুর প্রতি নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। শিশু নির্যাতনের এক একটি ঘটনা একেক ধরনের। তবে পরিবারের মধ্যেই ঘটনাগুলো অধিক ঘটে থাকে। তাহলে পরিবারের মধ্যে শিশু নির্যাতন কেন অধিক ঘটে?

আমাদের দেশে দরিদ্র পরিবারে দেখা যায় পরিবারের অসচ্ছলতা নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া

বিবাদ লেগে থাকে। পরিবারের এই অশান্তি শিশু সন্তানের উপর পড়ে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ ও অভিমানের জের এই শিশু সন্তানের উপর পরে। এ থেকে শিশু নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তবে ধনী পরিবারেও বাবা-মায়ের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে অশান্তি ঘটে যার কারণে শিশু নির্যাতন ঘটে থাকে। পরিবারে নির্যাতনের শিকার শিশুটি মনের কষ্ট দূর করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ি পালানো এই শিশুটি আবারো দুষ্টলোকের খপ্পরে পড়ে যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। নির্যাতনের শিকার এসব শিশু এক সময় শহরের রাস্তাঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রতিনিয়ত এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

পরিবারে শিশু নির্যাতন

আমাদের দেশে শহরের অনেক বাসায় গৃহ কাজে শিশুদের নিয়োগ করা হয়। এসব শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব শিশুদের প্রতি নির্যাতনের কারণ পরিবারের সদস্যদের এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতা। আবার গৃহকর্মীর মাধ্যমেও পরিবারে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। এ ধরনের ঘটনার মূলে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতা এবং উদাসীনতা। অনেক পরিবারে এ ধরনের ঘটনা ঘটার মূলে রয়েছে পরিবারে বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধে উদাসীনতা। কোনো কোনো পরিবারে বাবা-মা উভয়েই চাকুরি করেন। সন্তানের প্রতি এসব বাবা-মা যথাযথ যত্ন নিতে পারেন না। তারা শিশু সন্তানের লালন-পালন, দেখাশুনার জন্য কাজের লোক রাখেন। এ সকল কাজের লোকের মাধ্যমেও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। এ সব কাজের লোকের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশু যৌন নির্যাতন, অপহরণ এবং হত্যার মতো ঘটনা ঘটে থাকে।

প্রতিবেশিরা আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ। প্রতিবেশির মাধ্যমেও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রতিবেশির সাথে আমাদের সম্পর্ক যত বেশি আবার ঝগড়া বিবাদও বেশি। জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ, সীমানা প্রাচীর নিয়ে বিবাদ, খেলা নিয়ে বিবাদসহ নানা কারণে প্রতিবেশির সাথে বিবাদ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এ সব কিছুর ক্ষোভ, রাগ গিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুটির উপর। যার পরিণতিতে ছোট্ট শিশুটি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আবার প্রতিবেশির সাথে অতি ভাব -ভালোবাসাও শিশুর জন্য ক্ষতির

গৃহভৃত্যের প্রতি নির্যাতন

কারণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এ সব প্রতিবেশির মাধ্যমে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার পর্যন্ত হয়ে থাকে। শিশু বিদ্যালয়েও নিরাপদ নয়। আমরা প্রায়শই পত্রিকায় বিদ্যালয়ে শিশু নির্যাতনের ঘটনা পড়ে থাকি। পোশাকশিল্পে অসংখ্য শিশু শ্রমিক রয়েছে। এসকল শিশুরা বিভিন্নভাবে শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের শিকার। কারখানায় যাওয়ার পথে কিংবা আসার পথে, কারখানার অভ্যন্তরে এসকল কর্মরত শিশু শ্রমিকরা বহুভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এ ধরনের শিশু নির্যাতনের মূলে রয়েছে এক শ্রেণির মানুষের বিকৃত মানসিকতা। আর এ মানসিকতার পেছনে রয়েছে পর্ণগ্রাফি, বিকৃত রুচির সিনেমা দেখা প্রভৃতি। তাছাড়া শিশু অধিকার ও আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেও শিশু নির্যাতন সমাজে বেড়ে যা"ছ। আমাদের দেশে শারীরিক শাস্তির মাধ্যমেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুকে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার রয়েছে যার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে শিশু নির্যাতন ঘটে থাকে। মানসিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুকে চিকিৎসার নামে তার উপর নানা ধরনের নির্যাতন করা হয়ে থাকে। শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধি শিশু, বেয়ারাপনা স্বভাবের শিশু, মানসিক রোগে আক্রান্ত শিশু নির্যাতিত হবার সম্ভাবনা অধিক ।সুতরাং সমাজে শিশু নির্যাতন ঘটার কারণ বহু।

পাঠ-৪: পরিবার ও সমাজে শিশুকে সুরক্ষিত রাখার উপায়

শিশুর সুষ্ঠু বেড়ে ওঠার জন্য পরিবার ও সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তার পরিচিত জন বা আপন মানুষের দ্বারা। আর এই আপন মানুষ বসবাস করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবারেই। বাবা-মা শিশুর জীবনে সবচেয়ে আপন এবং নিরাপদ জায়গা। বাবা-মাকেই শিশুকে তার শরীর এবং শরীরের সীমানার শিক্ষা দিতে হবে। যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বাবা কিংবা মাকে শিশুকে সচেতন করতে হবে তার নিজের অধিকার গুলোর প্রতি। বাবা-মা শিশুকে নিয়ে নানা ক্ষেত্রে ভয়, শংকায় কাটায়। কোন ক্ষেত্রে এই ভয় বা শংকা রয়েছে সে সম্পর্কে শিশুর সাথে বাবা-মাকে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। বাবা-মা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে শিশুকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। বাবা-মাকে হতে হবে শিশুর

সুরক্ষা শিক্ষা

শিশু আপন মনে খেলছে

কাছের ও সহজ বন্ধু। শিশুর মনে যেসব কষ্ট, ভয়-ভীতি, দুঃখ, ক্ষোভ, সুখের কথা রয়েছে তা যেনো শিশু নিজ মনেই তাদেরকে সহজে বলতে পারে। শিশুর খেলার ও পড়ার সাথী হতে হবে বাবা এবং মাকে। সুতরাং শিশুর সুরক্ষায় প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠা বাবা-মাই পারে তার শিশুর সুন্দর জীবনের সুরক্ষার বীজ বুনতে। বড় পরিবারে অনেক লোক থাকে। বাবা-মাকে এ ক্ষেত্রে অধিক সচেতন হতে হবে। বাবা-মাকে শিশুর প্রতিবেশি বন্ধু, পাড়ার বন্ধু এবং বিদ্যালয়ের বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের সাথেও নিজ সন্তানের মতো আচরণ করতে হবে। প্রত্যেক বাবা-মাকে শিশুর বন্ধুদের আচরণ জানা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া এসকল বন্ধুদের বাবা-মায়ের সাথেও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখা উচিত। সচেতন বাবা-মা শিশুর বন্ধুদের আচরণ জেনে থাকেন। ভালো বন্ধুদের সাথে শিশু যাতে খেলতে পারে, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে এদিকের প্রতিও সচেতন বাবা-মা খেয়াল রাখেন। শিশু যে দলে মিশে সে দলে তার সমস্যার কথা বলেও অনেক ক্ষেত্রে নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারে। যে কথা শিশু নিজ মনে গোপন করে রাখে তা তার বন্ধু দলে গোপন করতে পারে না। প্রকৃত বন্ধুদল সত্যিকারভাবেই নিকট বন্ধুর মনের কষ্ট গোপন করতে দেয় না। ফলে শিশুর মনের ভয়-ভীতি, কষ্ট, মন্দ লাগার বিষয়, জড়তা, নিরবতা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ বন্ধুদলে আলোচনার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও শিশুর প্রতি বাবা-মায়ের মতো বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। শিশুর নিরবতা ভাঙ্গার জন্য পরিবারের সকলকে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুই বন্ধু দলে মিশতে চায়, আনন্দে মেতে উঠতে চায়, প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় এর কোনো ব্যাতিক্রম ঘটলেই বুঝতে হবে শিশুটির মনে কেনো না কোনো কষ্ট রয়েছে। শিশুর প্রকৃতিগত এই স্বভাব থেকে বাবা-মা, কাছের বন্ধুই সর্বপ্রথম বুঝতে পারবে।

শিশুর অধিকার, শিশু আইন সম্পর্কে সমাজের সকলকে সচেতন করতে হবে। শিশুর কণ্ঠকে যারা রোধ করতে চায় তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এ জন্য পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, পোস্টার পেপার, কার্টুন ছবি প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর প্রতি যারা নির্মম আচরণ করে তাদের আচরণ তুলে ধরে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে হবে। শিশুদেরও সমাজের এ প্রকৃতির মানুষকে যাতে সহজে চিনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশু সুরক্ষা রাখতে পরিবার নিচের কোন বূমিকাটি পালন করতে পারে? -

ক. শিশুকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সচেতন কর্

খ. শিশুকে সকলের সাথে মিশতে দেওয়া

গ. পুষ্টিজান সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা

ঘ. প্রতিবেশি শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা

২. বিদ্যালয়ে শিশুর প্রতি কোন নির্যাতনটি অধিক করতে শোনা যায় -

ক. বেত্রাঘাত করা

খ. খুন্তি দিয়ে আঘাত করা

গ. চিমটি কাটা

ঘ. গালমন্দ করা

৩. দরিদ্র পরিবারে শিশু নির্যাতনের মূলে রয়েছে-

i .পারিবারিক অসচ্ছলতা

ii. বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ

iii. মায়ের কিংবা বাবার অভিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. ii এবং iii

গ. ii এবং iii

গ. i, ii এবং iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিশু সুরক্ষার পরিবারের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২. সমাজে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি ব্যাক্ষা কর ।

৩. পরিবারে শিশু নির্যাতনের কারণ সমূহ বিশ্লেষন কর ।

৪. শিশুকে সুরক্ষিতবার কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশু সুরক্ষা ও যৌন নির্যাতন

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে সুষম খাবার ও নিরাপদ পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এটি যেমন শারীরিক বৃদ্ধির জন্য দরকার তেমনি মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্যও প্রয়োজন। পিতা-মাতার ভালোবাসা, ভাই-বোনদের আদর, পারিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক, আত্মীয় ও প্রতিবেশির মধ্যে সুসর্ম্পক, সমাজের সকল সদস্যের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলা প্রভৃতি নিরাপদ পরিবেশের উপাদান। এই উপাদানগুলো শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং যে পরিবেশে শিশু স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে সে পরিবেশই নিরাপদ পরিবেশ। নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর অধিকার। শিশুর এ অধিকার প্রতিষ্ঠা নানা কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের এ সমাজ নানা কারণে বদলাচ্ছে। সামাজিক বন্ধনের সিথিলতা এর একটি কারণ। এখন সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন মানুষের মধ্যে আগের মতো লক্ষ করা যায় না। যার ফলে সমাজে নানা অনাচার, অবিচার, জুলুম বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনা

শিশু বাড়ির আঙিনায় খেলেছে ও প্রতিবেশীরা উৎসাহ দিচ্ছে

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- যৌন নির্যাতনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌন হয়রানি এবং নির্যাতনের কারণ চিহ্নিত করতে পারব;
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারব;
- যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে;
- প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যাশিত আচরণ করতে পারব ।

পাঠ : ১.১

যৌন নির্যাতনের ধারণা

যৌন নির্যাতন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় যে কোনো বয়সের ব্যক্তিকে যৌন কাজে ব্যবহার করা। এভাবে যৌন কাজে যখন শিশুকে ব্যবহার করা হয় তাকে শিশু যৌন নির্যাতন বলে। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে শিশুর শরীরে যে সব জায়গা পোশাক দিয়ে ঢাকা থাকে, সে সব জায়গায় অন্য কেউ হাত বা কোনো অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করলে বা আঘাত করলে তা যৌন নির্যাতনের আওতায় পড়বে। শিশু যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে লোভ দেখিয়ে বা কোনো কিছু দেয়ার কথা বলে এবং ভয় দেখিয়ে শিশুকে যৌন নির্যাতন করা হয়। কৈশোরকাল (১২-১৯ বছর) শিশুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বয়সে যৌন নিপীড়নের ঘটনা অন্য বয়সের তুলনায় অধিক ঘটে থাকে। এ ঘটনা পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষের মাধ্যমে বেশি ঘটে থাকে। নিচের ঘটনা দুটির মাধ্যমে আমরা তা পরিস্কার হতে পারব ।

তাপসীর জীবনে ভয়ার্ত একটি দিন

বিপ্লবরা তাপসীদের দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী। তাপসী যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তখন বিপ্লব কলেজে পড়ে। বিপ্লব তাপসীদের খোজখবর নেয়ার জন্য প্রায়ই তাদের বাসায় আসত। তাপসী পড়ার টেবিলে থাকলে বিপ্লব তাকে অংক কিংবা ইংরেজি বুঝিয়ে দিত। এতে স্বামীহারা তাপসীর মা খুশি হত। একদিন তার মা বাজারে গেলে এবং তার দিদি নিজের কাজ নিয়ে অন্য ঘরে ব্যস্ত থাকলে এই ফাঁকে বিপ্লব তাপসীর ঘরে প্রবেশ করে। তাপসীকে অংক বুঝিয়ে দেয়ার কথা বলে বারবার তার হাত স্পর্শ করে,

পায়ে পা রাখে। তাপসী তার এ আচরণে খুবই বিব্রতবোধ করে। এক পর্যায়ে বিপ্লব তাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয় এবং জড়িয়ে ধরে। তাপসী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাকে বড় ভাই বলে সম্বোধন করে। কিন্তু বিপ্লব তাকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরতে গেলে তাপসী চিৎকার দেয়। এমন সময় তার বড় বোন ছুটে এলে বিপ্লব পালিয়ে যায়। তাপসী মেঝেতে বসে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে। এ ঘটনার পর তাপসী কারো সাথে কথা বলে না, হাসে না, ঘুমাতে পারে না, সারাক্ষণ কী যেন একা একা বলে। পুরুষ মানুষ দেখলে ভয় পায়, ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করে একাকী থাকতে পছন্দ করে। এ ভয় আজও তাপসীকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যৌন নির্যাতন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনো শিশু, কিশোর-কিশোরী বা ব্যক্তিকে অন্যকোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি অসৎ উদ্দেশ্যে প্রলোভন দেখিয়ে, ছলচাতুরি করে বা বল প্রয়োগ করে যৌন আকাড়খা নিবৃত করে বা যৌন আকাড়খা মেটানোর উদ্দেশ্যে যে নির্যাতন। যে ব্যক্তি এ অবস্থার শিকার তাকে আকস্মিক অথবা বারবার একই কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দ্বাড়ায় এবং এটি সমাজের জন্য অপ্রত্যাশিত আচরণ বলে বিবেচিত হয়। শিশু যৌন নির্যাতন হলো অন্য কোনো শিশু কিংবা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যে কোনো ধরনের যৌন কাজে শিশুকে যখন ব্যবহার করে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তিটি কৌশলে কিংবা কোনো কিছু দেয়ার কথা বলে শিশুটিকে যৌন কাজে ব্যবহার করে। কখনোবা শিশুটির মনে এমন ধারণার স''ষ্টি করা হয় যাতে শিশুটি মনে করে যে ব্যক্তিটির কথা না শুনলে তার ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটবে। নিচের ঘটনাটির মাধ্যমে আমরা যৌন নির্যাতন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করব।

তাপসীর গৃহশিক্ষক তাপসীর হাত ও পা স্পর্শ করছে

ওরা মুনিয়ার আনন্দ কেড়ে নিল

মুনিয়া ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। মাকে ঘড়ের টুকিটাকে কাজে সাহায্য করার পর প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয় তার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। এখানে সে খেলতে পারতো, শিখতে পারে ও মনখুলে বন্ধুদের সাথে

বখাটেরা রাস্তা এবং মুনিয়া ভয়ার্তভাবে ছুটছে

কথা বলতে পারে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে মুনিয়ার চোখে মুখে আনন্দের হাসি লেগে থাকে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে পাকা রাস্তার মোড়ে যখন একদল বখাটে ও উশৃঙ্খল ছেলের অশোভন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি, হাসাহাসির কথা মনে হয় তখন মুনিয়া আর বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। প্রায় প্রতিদিনই সে এরকম হয়রানির শিকার হয়। একদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে একটি বখাটে ছেলে মুনিয়ার ওড়না ধরে টান দেয়, হাত ধরে টানাটানি করে এবং গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে সে দারুণভাবে অসম্মানিতবোধ করে। এ ঘটনার পরে মুনিয়া এখন আর স্কুলে যেতে চায় না, সেদিনের ঘটনা ভেবে আঁতকে ওঠে। খেতে পারে না, বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। একাকী নির্জন ঘরে থাকে। হাসতে ও খেলতে চায় না। এমনকী কারও সাথে কথা পর্যন্ত বলে না।

উপরের ঘটনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় কিছু ব্যক্তির এমন সব অনাকাড়িখত অশ্লীল মন্তব্য ও আচরণ যা অন্যের মানসিকতা ও স্বাধীনতায় চরম আঘাত হানে। উপরের ঘটনায় মুনিয়ার প্রতি বখাটেদের অশ্লীল আচরণ হলো যৌন হয়রানি। আবার মুনিয়ার প্রতি উক্ত বখাটেদের গায়ে হাত, টানাটানি প্রভৃতি আচরণ যৌন নির্যাতন।

শিশু যৌন নির্যাতন বহুভাবে ঘটতে পারে, যেমন- শিশুর শরীরের যেকোনো জায়গায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা, যৌন আবেদনপূর্ণ আদরের ছলে, মুখে যৌনতা বিষয়ক কোনো শব্দ বা কোনো কিছু বলা, অশ্লিল অঙ্গভঙ্গি করা, শরীরের বিশেষ অঙ্গের দিকে আপত্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা, আপত্তিকর ভাবে চুমু দেওয়া, জড়িয়ে ধরা এবং সংবেদনশীল অঙ্গে স্পর্শ করা।

যৌন নির্যাতন পরিচিত ও অপরিচিত উভয় মাধ্যমেই ঘটতে পারে। এ পরিচিত জন হতে পারে পরিবারের আসা-যাওয়া করে এমন ব্যক্তি, সৃহ শিক্ষক, ড্রাইভার, সৃহকর্মী, আত্মীয় প্রভৃতি। তাছাড়া প্রতিবেশী,বাবা কিংবা মায়ের কর্মক্ষেত্রের পরিচিত ব্যক্তি, চাকুরিদাতা, চাকুরিদাতার আত্মীয়, ভাইয়ের বন্ধু, বাবা- মায়ের বন্ধু এদের মাধ্যমেও শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক, শিক্ষক, কর্মচারী কিংবা কোনো কাজে সহায়তাকারীদের মাধ্যমেও এ ঘটনা ঘটে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিচিত জন, মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মাধ্যমেও এ ঘটনা ঘটে।

কাজ-১ : দুটি ঘটনা থেকে যৌন নির্যাতনকারী এবং এর বৈশিষ্ট্য, নির্যাতনের ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ : ১.২

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে শিশুরা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যদের সাথে রাগ বা অভিমান করে অনেক সময় শিশু কিশোররা পালিয়ে যায়। এরা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণস্থানে আশ্রয় নেয় ফলে এ অবস্থার শিকার হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের দেশের শিশু কিশোর, কিশোরীরা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি অরতি থাকে ফলে এ সমস্যার শিকার হয়। কর্মস্থলেও উর্ধ্বতন কর্মী বা ফ্যাক্টরির মালিক দ্বারা অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা এ অবস্থার শিকার হয়।
শিক্ষা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীরাও নিজেদের রক্ষা করার কৌশল জানে না ফলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। সৃহে অরতি অভিভাবকহীন এবং পথ শিশু যাদের আশ্রয়টুকু নেই এমন শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। শিল্প শ্রমিককে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়। এ সব শ্রমজীবী শিশু-কিশোরী নির্জন রাস্তায় রাতে চলাচলের কারণে অনেক সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীর মাধ্যমেও অথবা গৃহ শিক্ষকের একাকী ঘরে পড়ানোর সময়ও যৌন নিপিড়নের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে পরিবারের মধ্যে। সমবয়সী বা পরিবারের সদস্যরা এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে চায় ফলে এ সমস্যা আরও বেড়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কারো মাধ্যমে শিশুরা প্রলোভনের শিকার (সিনেমা দেখা, আইসক্রিম কিনে দেওয়া, চকলেট দেওয়া, খেলনা কিনে দেওয়া প্রভৃতি) হয়ে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আবার যৌন নিপিড়নকারীরা নানা ছল-চাতুরি জানে, এ ক্ষেত্রে কোনো কাজের ভয় দেখিয়ে, আত্মীয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলে এরা শিশুকে যৌন নির্যাতন করে। শ্রমজীবী শিশুর ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি, কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কোনো প্রলোভন প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে।

সমাজে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের কারণ

সমাজে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলছে। গ্রাম ও শহরে আমাদের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে বহু একক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব বেড়ে গেছে। যার কারণে প্রতিবেশী ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও দূরত্ব বেড়ে

গেছে। ফলে সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। পারস্পরিক

শ্রদ্ধাবোধ ও সম্পর্ক গ্রামীণ ও শহরের পরিবেশে আগের মতো নেই। শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রায় অনেক পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ সদস্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিবেশী বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রতিবেশীদের চিনে না। তাই সামাজিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেংগে পড়ার কারণে উঠতি বয়সী ছেলেদের মধ্যে ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ নেই বলে বখাটেপনা বেড়ে গেছে।

এদেশে এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি গ্রামে কিংবা শহরের পারস্পরিক দ্বন্দ-বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য সালিশ বৈঠক করত। এখন অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় সমাজের পয়সাওয়ালা ব্যক্তিটি এসব কাজ করছে। পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা নিজ দলের সদস্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বিরোধ নিস্পত্তিতে পপাতিত্ব করছে। এতে সমাজের মধ্যে মানুষের সম্পর্কের দূরত্ব বেড়েছে। বখাটেদের দৌড়াত্মও বেড়েছে। কেউ কারও সমস্যায় এগিয়ে আসছে না।

গ্রাম্য সালিশীর দৃশ্য

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে পয়সাওয়ালা প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তানই এসব বখাটেপনা করে রাস্তাঘাটে মেয়েদের প্রতি যৌন অশালীন আচরণ করছে। কেউ কেউ এসব ঘটনায় প্রভাবশালী ব্যক্তিটির নিকট অভিযোগ করলেও তার কোনো প্রতিকার পায় না বরং উল্টো এসব পরিবারকেই শাসন করা হচ্ছে।

একারণেও সমাজে যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র কিশোরী বা যুবতীরাই এর শিকার হচ্ছে না, বয়সী বা শিশুরাও এর হাত থেকে রেহাই পায় না। অনেক ছোট পরিবারের বাবা-মা উভয়ে চাকরি করেন, ফলে এসব পরিবা রের সন্তানরা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। পাড়া বা মহল্লার বখাটেদের সাথে মিশে এরাও বখাটে হয়ে পড়ে এবং রাস্তাঘাটে এসব আচরণ করে।

তাছাড়া পরিবারে পিতামাতার অজ্ঞতা ও উদাসীনতা, ছেলেমেয়ের বৈষম্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি এবং পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে না ওঠা, শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ না হওয়া প্রভ"তি কারণে এসব পরিবারের সন্তানরা উশ"ংখল হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তী সময়ে এরা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়।

সমাজে মাদকের ছড়াছড়ি, ছেলেরা এরূপ আচরণ 'করতেই পারে' পিতা-মাতার এমন ভাবনা, সমাজের মানুষের এরকম লিঙ্গ অন্ধত্ব অর্থাৎ ছেলেদের যেকোনো আচরণের প্রতি পক্ষ নেয়া, তাছাড়া আইনী পরিবেশ ভেঙে পড়ার কারণেও এ ধরনের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে।

একক কাজ : তোমার এলাকায় যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত কর।

দলীয় কাজ : 'রাস্তা-ঘাটের চেয়ে পারিবারিক পর্যায়েই অধিক যৌন নির্যাতন ঘটে।'- তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন কর।

একক কাজ : তোমার পঠিত যৌন নির্যাতনকারীর বাইরে আর কে কে যৌন নির্যাতনকারী হতে পারে চিহ্নিত কর।

পাঠ : ১.৩ ও ১.৪

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রভাব

তোমরা খবরের কাগজে বা অন্য কোনো মাধ্যমে নিজের অথবা অন্য এলাকায় শিশু-কিশোরদের যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের খবর পড়ে বা শুনে থাকবে। যেকোনো শিশু বা কিশোর-কিশোরী যৌন নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হতে পারে। যে শিশু বা কিশোর-কিশোরী এ ধরনের নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয় তার শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের তি হতে পারে। যেমন, কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ অপমান ও লজ্জা সহ্য করতে না পেরে নিজের ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

সমাজের লোকজন সাধারণত যৌন নিপীড়িতকে ভালোভাবে গ্রহণ করে না। অনেক সময় তারা নিপীড়িতকেই দোষী মনে করে। এমনকি নির্যাতিত ও নিপীড়িতের পরিবারের অনেকেই এরকম মনে করতে পারে। নিপীড়িত শিশু, কিশোর বা কিশোরীর উপর অনেক সময় অত্যাচার করা হয়। এর ফলে নিপীড়িত শিশু, কিশোর-কিশোরীও অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে, উশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে।

অনেকসময় এদের মনে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা জাগে যা পরবর্তী জীবনে তাদের আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নির্যাতনের শিকার পথ শিশু, কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় ভিন্নপথ বেছে নেয়। অনেক সময় এসব নিপীড়িতরা সমাজে জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

রাতে পথ শিশুরা রেলষ্টেশনে ঘুমাচ্ছে, লাঠি দিয়ে পুলিশ ডেকে তুলছে এবং হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যাচ্ছে

যৌন নির্যাতনের ক্ষতিকর দিক

যৌন নির্যাতন ও হয়রানির বহু ক্ষতিকর দিক আছে। যে এর শিকার হয় সে মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত হয় যে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সারা জীবন মানসিক যন্ত্রণায় কাটায়। নিপীড়ন কিংবা নির্যাতনের শিকার হয়ে সম্ভাবনাময় একটি জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

যৌন নিপীড়নের ফলে শিশু-কিশোর-কিশোরীর মানসিক ও সামাজিক প্রভাব জটিল ও ভয়াবহ হয়। শারীরিক সমস্যার মধ্যে নিপীড়িতের যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য স্থানে ত, রক্তপাত, পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মারধর, যৌনরোগ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের কারণে অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আবার কেউ কেউ নির্বাক হয়ে যায়। অনেকে অবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়। হতাশায় ভোগে। কেউবা নিজের ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করে। অনেক সময় দেখা যায় নিপীড়িতের পরিবারের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করার পরিবর্তে এক ঘরে করে রাখে। নিপীড়িতা বিদ্যালয়ে, ঘরের বাইরে পর্যন্ত যেতে পারে না। অনেক সময় ঘটনায় পুলিশি তদন্ত হলে নিপীড়িতের

উপর তদন্তের নামে নানা ধরনের নির্যাতন চলে ।

দলীয় কাজ : নিচের ছকটি পূরণ কর ।

যৌন হয়রানির শারীরিক প্রভাবসমূহ	যৌন হয়রানির মানসিক প্রভাবসমূহ	যৌন হয়রানির সামাজিক প্রভাবসমূহ

পাঠ : ১.৫

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রা করার উপায়

যৌন নির্যাতনসহ সকল প্রকার ঝুঁকি থেকে নিজেদের রা করার জন্য সচেতন থাকতে হবে । তাছাড়া যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে । অনেক সময় এধরনের যৌন নির্যাতন ঘটে পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা । এক্ষেত্রে অসৎ স্বভাবের পরিচিত ব্যক্তিদের থেকে সাবধান থাকতে হবে বা তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে ।

নিজের শরীরের সীমানা সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করতে হবে ।

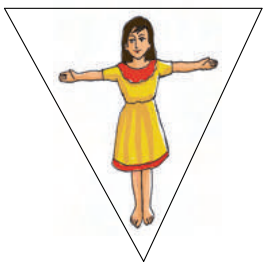

শরীরের সীমানা

এ ধরনের ঘটনা কখনো নিজের মধ্যে চেপে রাখা উচিত নয় । ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই পরিবারের বড়দেরকে জানাতে হবে । অল্প সময়ে কারও সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত নয় । তাছাড়া অপরিচিত বা অযাচিত ব্যক্তির সাহায্যও প্রত্যাখান করতে হবে । নির্জন রাস্তায় একাকী চলাচল থেকে বিরত থাকতে হবে । বিদ্যালয়ের যাতায়াতকালে দল বেধে যেতে হবে । শ্রমজীবী শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের দলবেধে চলাচল করতে হবে । নিজ এলাকা ও মহল্লার রাস্তাঘাটে এদের উপস্থিতি দেখলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিতা-মাতা, প্রতিবেশিদের জানাতে হবে । তাহলে অনেক সময় এ ধরনের হয়রানি কিংবা নিপীড়নের হাত থেকে নিজেকে রা করতে পারবে ।

যৌন হয়রানি বা উত্যক্ত করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার উপায় -

আমি যে সকল আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারি :

১. কাউকে ভালো লাগলেই আগ বাড়িয়ে তার সাথে কথা বলব না । তাকে সাহায্য বা উপকার করার আগ্রহ দেখাব না ।
২. কারও সাথে অশোভন ব্যবহার করব না ।
৩. কারও সরলতা বা অসচেতনতার সুযোগ নেব না ।
৪. আত্মীয় বা অনাত্মীয় কারও সাথে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় যাব না ।
৫. কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবা বা বড় ভাই বোনদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করব ।
৬. সবসময় মনে রাখব যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন জঘন্য এবং ঘৃণ্য কাজ ।

যৌন হয়রানি বা উত্যক্ত করা থেকে অন্যদের বিরত রাখার ক্ষেত্রে আমরা যে ভূমিকা পালন করতে পারি–

১. যারা রাস্তাঘাটে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দেখলে নানা অশোভন শব্দ, বাক্য বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে উত্যক্ত করে এমন আচরণকারীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করব ।
২. রাস্তাঘাটে এ ধরনের বখাটেদের দেখলে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শিক কিংবা এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের জানাব ।
৩. উত্যক্তকারীরা নিজের পরিচিত হলে তাদের শুধরাতে পারে এমন ব্যক্তিদের সাহায্য চাইব ।
৪. সমাজের সকল স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে উত্যক্তকারীর পরিবারকে জানাব এবং প্রত্যাক্ষাণ করার প্রতিজ্ঞা করব ।
৫. যৌন হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলব ।

যদি কোনো শিশু বা কিশোর-কিশোরীকে জোরপূর্বক কিংবা লোভ দেখিয়ে যৌন কর্মে ব্যবহার করা হয় । সেক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি–

১. নিপীড়িত শিশু বা কিশোর-কিশোরী সে নিজে অপরাধী নয়-এ বলে তাকে সান্তনা দিব ।
২. ভুক্তভোগী শিশু কিংবা কিশোর-কিশোরী ও তার পরিবার নিরপরাধ বলে প্রচার চালিয়ে তাদের প্রতি সামাজিক সমানুভূতি প্রকাশ করব ।

৩. যে শিশু বা কিশোর-কিশোরী নিপীড়নের শিকার হয়েছে তার স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করব।

৪. তার সঙ্গ পরিত্যাগ না করে তাকে আরও বেশি সঙ্গ, শক্তি ও সাহস যোগাতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করব।

যৌন নিপীড়তদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য কিছু নিরাপদ কেন্দ্র রয়েছে। যেমন : পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র। এছাড়া সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত রোগ নিরাময় কেন্দ্রের সন্ধান দিয়ে যৌন নিপীড়িতদের সহায়তা করা যায়।

একক কাজ :

ঘটনা	আত্মরক্ষার কৌশল
▪ শামিমার দূর সম্পর্কের ভাই তার দিকে এমনভাবে তাকায় যে সে বিরক্তবোধ করে।	
▪ লক্ষীর মা যখন বাড়ি থাকে না তখন প্রতিবেশী মধব তাদের বাড়িতে আসে তার এই অযাচিত আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন থাকে।	
▪ সাজনীন ও নাজনীন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সাজনীন তার বড় ভাইকে নাজনীনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাজনীনের বড়ভাই প্রায়ই রাস্তা দাঁড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।	

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. যে পরিবেশ শিশু স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে সেই পরিবেশই ———— পরিবেশ।

খ. মানসিক ———— ব্যক্তির মাধ্যমেও যৌন নির্যাতন ঘটতে পারে।

গ. অনেক সময় ———— স্থানে আশ্রয় নেয়ার কারণেও যৌন নির্যাতন ঘটে।

ঘ. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ———— বেড়ে গেছে।

ঙ. মা-বাবা চাকুরীজীবী হলে সন্তানরা ———— হয়ে পড়ে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. যৌন নির্যাতন কী?

খ. যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের মধ্যে পার্থক্য দু'টি ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

গ. যৌন নির্যাতনের পাঁচটি ঝুঁকি চিহ্নিত কর।

ঘ. যৌন হয়রানী থেকে রক্ষা পাওয়ার তিনটি কৌশল উল্লেখ কর।

ঙ. যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার তিনটি উপায় উল্লেখ কর।

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশুদের যৌন ঝুঁকি বেশি থাকে-

ক. স্বাভাবিক সময়ে

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে

গ. স্কুলে যাতায়াতের সময়

ঘ. রাত্রিকালীন সময়

২. যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা নিচের কোনটি?

ক. নিজে সর্বদা সচেতন থাকা

খ. বান্ধবীদের সাথে একত্রে চলা

গ. অপরিচিত লোকের সাহায্য না নেয়া

ঘ. অসৎ মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রানী স্কুলের অন্যান্য বান্ধবীদের সাথে শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে সে একাকী অনেক সুন্দর দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে অন্য একটি দলের একটি ছেলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ধাক্কা দেয়।

৩. রানীর যৌন হয়রানির কারণ –

ক. তার অসাবধানতা

খ. অতিরিক্ত সাহসী মনোভাব গ. ঐ ছেলের সাথে তার সখ্যতা

ঘ. শিক্ষকের আদেশ অমান্য করা

৪. এক্ষেত্রে রানীর করণীয়-

i. প্রতিবাদ করা

ii. দলবদ্ধ হয়ে চলা

iii. শিক্ষকের গোচরে আনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন

নূপুর ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। তার পিতার বদলির কারণে সম্প্রতি তাদের বাসা বদল করতে হয়েছে। নুতন স্কুলে আসা যাওয়ার পথে একদল বখাটে কিশোর তাকে উত্ত্যক্ত করে। নূপুরের পিতা এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে উক্ত বখাটে ছেলেরা তাকে অপমান করে। এরূপ অবস্থায় তার পিতা এলাকার একজন স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন।

ক. যৌন নির্যাতন কী?

খ. দরিদ্র শিশুরা কেন অধিক হারে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়?

গ. নূপুর এর যৌন হয়রানির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নূপুর এর পিতার শেষোক্ত উদ্যোগটি তাকে যৌন হয়রানি থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা পালন করবে- বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি ও উত্তরণ

গ্রাম ও শহরে সর্বস্তরে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রায় প্রতিদিনই এ খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের মহিলা আইনজীবী সমিতির এক তথ্যে দেখা যায় ২০০৯ সালের জানুয়ারী হতে মে পর্যন্ত এ ৫ মাসে ১৫ জন নারী আত্মহত্যা করেছে। একই সাথে আত্মহত্যা করেছে একজন কন্যা ও তার পিতা। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে ৩ ব্যক্তিকে। নাটোরের কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমান, ফরিদপুরের চাঁপা রানী ভৌমিক, সিরাজগঞ্জের রূপালী রানী, ১৩ বছর বয়সী পিংকিসহ আরও অনেককেই হতে হয়েছে এই নির্মম ঘটনার শিকার। এ সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে কিছুটা জেনেছি। এ শ্রেণিতেও আমরা যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব। তবে আমরা এ পরিস্থিতির উত্তরণ চাই। আমরা আর দেখতে চাই না এই নির্মম ঘটনাবলি। আমাদেরকে এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ।

নারী-পুরুষ সকলের অংশগ্রহণে প্রতিরোধ

যৌন নির্যাতনে পুরুষের প্রতিবাদ

উদ্বুদ্ধকরণ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর প্রতি নিকট আত্মীয়, সহপাঠী, খেলারসাথি, পথচারী এবং
- প্রতিবেশির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করব।

পাঠ : ২.১ যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি

আমাদের দেশে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে আইন রয়েছে তারপরও এ ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। মোবাইল কোর্টকে ইভটিজিং এর অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছর পর্যন্ত জেল দেওয়া অথবা ৫০,০০০.০০ টাকা জরিমানার বিধান করা হয়েছে। ২০০৯ সালের মে মাসে মহামান্য হাইকোর্ট ১১ দফা নির্দেশনা সম্বলিত একটি রায় দেন। এই রায়ে বলা হয়েছে যৌন হয়রানি নারীর মানবাধিকারের চরম লংঘন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর উপর যৌন হয়রানি আইনের চোখে অপরাধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় কর্তৃপক্ষের। কোনো ঘটনা ঘটলে শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) যৌন নির্যাতনকারীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও প্রদিতদিনই আমাদের গ্রাম ও শহরে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের যন্ত্রণা সইতে না পেরে অনেকে নিজের ক্ষতি করার মতো জঘণ্য ঘটনা ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতিত শিশুর জন্য ভিন্নভাবে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। অনেক বাবা- মা মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে অল্প বয়সে মেয়ের বাল্য বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানি কিংবা নির্যাতনের শিকার হওয়া মেয়েরা ধনী বা প্রভাবশালী না হওয়ার কারণে তাদের বাড়িতে আবদ্ধ থাকা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না এবং তাদের জীবন হয়ে যায় শৃঙ্খলিত।

বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিবেদন-২০০৯ অনুযায়ী প্রায় ১৩০০ মামলা হয়েছে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে, যেখানে সিংহভাগ অপরাধীই ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এ থেকে প্রতিয়মান হয় এ সম্পর্কিত আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।

যৌন নির্যাতনের শিকার প্রায় সকলে তার বা তার পরিবারের কথা ভেবে নিজেকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত রাখতে চেষ্টা করে। যখনই আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ঠিক তখনই সে নিজের ক্ষতি করার মতো সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে গণমাধ্যমের কারণে কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয় কিন্তু অধিকাংশ ঘটনাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। পথচারীরা একজন অসহায় পকেটমারকে মারতে খুবই উৎসাহী কিন্তু রাস্তার ধারে কোনো উত্যক্তকারী কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করলে বা নির্যাতন করলে কেউ এগিয়ে আসেনা। সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্যক্তকারী কিংবা নির্যাতনকারী প্রভাবশালী হয়ে থাকে।

পাঠ : ২.২ ও ২.৩ যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর প্রতি প্রতিবেশী, সহপাঠী, খেলারসাথি, নিকট আত্মীয় এবং পথচারীর দৃষ্টিভঙ্গি

শিশুর সুস্থ শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ মন। সুস্থ শরীর ও মনের বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিশুবান্ধব পরিবেশ। এই পরিবেশেই শিশু বাধাহীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং দেশ ও জাতির সম্পদ হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। শিশুর প্রতি যে কোনো মানসিক বাধা তার সম্ভাবনাময় জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে। যৌন নির্যাতন শিশুর শরীর ও মনের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। নির্যাতনের শিকার শিশুটির জন্য এসব কাটিয়ে উঠতে প্রতিবেশী, সহপাঠি, খেলারসাথি, নিকট আত্মীয় এবং পথচারীর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার নিচের ঘটনাটি থেকে রোজির প্রতি প্রতিবেশী, সহপাঠী, খেলারসাথি, নিকট আত্মীয় এবং পথচারীর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা জেনে আমরা সচেতন হব।

রোজি ছোট ভাইকে নিয়ে স্কুলের রওনা হচ্ছে এবং পথিমধ্যে হেলালের পথরোধ

রোজির অপরাধ কী?

রোজি দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধুদের নিকট সে আদর্শ। সে পড়া শেষ করে মায়ের কাজে সহায়তা করে। ছোট ভাইকে গোসল করিয়ে দেয়। মায়ের কাজে সাহায্য করে। প্রতিদিনের মতো আজও সে সকল কাজ শেষ করে ছোট ভাইকে নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিছুদূর যেতেই প্রতিবেশী বড়ভাই হেলাল তাদের পথরোধ করে এবংরোজির পড়াশুনা,ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে। রোজি

ঘরের ভেতরে রোজি পড়াশুনা করতে পারছেনা আনমনে পড়ার টেবিলে বসে আছে

বিরক্তিবোধ করে এবং এক পথচারীর সাহায্য চায়। পথচারী না দেখার ভান করে চলে যায়। এভাবে হেলাল প্রায় প্রতিদিনই তাদের অনুসরণ করত এবং পথে নানা কথা বলে ভাব জমাতে চেষ্টা করত। একদিন রোজির ছোটভাইকে সে চকলেট কিনে দেয় এবং রোজিকে দিতে বলে। এখন প্রায়ই সে তাদের নানা কিছু দেওয়ার জন্য তাদের বাড়িতে যায়। এমনকি রোজির স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হেলালরা রোজিদের চেয়ে অবস্থাসম্পন্ন হওয়ার কারণে রোজির মা বিষয়টি লক্ষ করেও তেমন কিছু বলে না। রোজির বাবা প্রতিদিন ভোরেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ির খোজ খবর রাখার সময় তেমন তিনি রাখতে পারে না।

একদিন রোজির মা ছোট ছেলেকে নিয়ে প্রতিবেশীর এক বাড়িতে গেলে হেলাল সুযোগ বুঝে রোজির ঘরে ঢুকে পড়ে। এতে সে হতভম্ব হয়ে যায়। হেলাল রোজিকে নানান কথা বলে আকর্ষিত করতে চায়। রোজির কোনো সাড়া না পেয়ে তাকে ঝাপটে ধরে। রোজি চিৎকার দিতে গেলে হেলাল তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে। এভাবেই তার জীবনে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যায়। এরপর হেলাল তাকে বিভিন্নভাবে ভালোবাসার প্রতারণা করতে থাকে। এমনকী রোজিকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রোজি স্কুলে যেতে ভয় পায়, বন্ধুদের সাথে মিশতে ভয় পায়, রাস্তায় একা বেরোতে পারে না। পড়াশুনা করে না, রাতে ঘুমাতে পারে না। বন্দী হয়ে পড়ে রোজি নিজ ঘরে। কাউকে বলতে পারে না। রোজির এ আচরণে তার মা চিন্তিত হয়ে পড়ে। এক প্রতিবেশি গৃহিনী রোজির সাথে হেলালের এ আচরণ দেখে রোজির মাকে জানাল। ঘটনাটি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। লোক মুখে মুখে নানা কথা শুনে হেলালের বাবা ছেলের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করেন। হেলাল সে বিয়েতে সম্মতি দেয়। পাড়ার লোকজন হেলালের বাবাকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি উল্টো মেয়েটার দোষ দেয় এবং রোজির বাবা-মাকে মারধোর করে।

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ রোজিকে দোষারোপ করে। তারা তাকে এবং তার মাকে জঘন্য কথা বলে অপমান করে। রোজি এ ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পাড়ার খেলার সাথির বাবা-মায়েদের কেউকেউ তাদেরকে রোজির সাথে মিশতে নিষেধ করে। নিকট আত্মীয়রা রোজি এবং তার মাকেই দোষারোপ করে। তবে প্রতিবেশীর কেউ কেউ এ ঘটনায় প্রতিবাদ করে এবং রোজির পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা হেলালের বাবাকে চাপ সৃষ্টি করে এমন কাজ না করার জন্য। সমাজ তাদেরকে এক ঘরে করা হবে বলে হুমকি দেয়। রোজির এ ঘটনায় সহপাঠী ও খেলারসাথিরা তার পাশে এসে দাড়ায়।

রোজিকে তারা ভালোবাসে। তারা এলাকায় স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সচেতন এলাকাবাসীকে নিয়ে মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করে। পোস্টার পেপারে - 'হেলাল লম্পটের বিচার চাই', শাস্তি চাই, প্রভৃতি স্লোগান লিখে বিভিন্ন রাস্তায় টাঙ্গিয়ে দেয়। পথচারীরা এ পোস্টার পড়ে হেলাল ও হেলালের বাবাকে নানা কটুক্তি করে। অনেক পথচারী শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। এখন এলাকাবাসীর যারা রোজির পরিবারকে ভুল বুঝেছিল তারা অনেকেই রোজিদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

মানববন্ধন, পোস্টারসহ শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী ও অন্যান্যরা

রোজির জীবনে ঘটে যাওয়া এ ঘটনা তার জীবনের একটি বছর কেড়ে নিয়েছে। রোজির স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের দেওয়া আর্থিক সাহায্যে রোজির চিকিৎসা হয়েছে। একটি দৈনিক পত্রিকার সহযোগিতায় এ ঘটনাটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে রোজিকে সাহায্য করার জন্য অনেকে এ পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

একক কাজ : রোজির জীবনের ঘটনা থেকে নিচের ছকটি পূরণ কর।

পাঠ : ২.৪ ও ২.৫ যৌন নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন কৌশল

শান্তিপুরের অশান্তি মোকাবেলায় ফাতেমার কৌশল

শান্তিপুরে একসময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসবাস ছিল। প্রত্যেকে একে অন্যকে সহায়তা করত। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দ পেত। অপরের দুঃখে অন্যরা কষ্ট পেত। ছোটদের সকলে ভালোবাসত, বড়দের শ্রদ্ধা করত, কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ

করত না। চাচাত ভাই- বোন এবং প্রতিবেশী বন্ধু মিলে একসাথে খেলত,স্কুলে যেত। মেয়েরা বাড়ির আঙিনা কিংবা কাছের মাঠে খেলত, স্কুলের যাতায়াত পথে কোনো ধরনের বাধার সন্মুখীন হতো না। ভাই- বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলের সাথে সম্পর্ক ছিল গভীর। বয়জ্যেষ্ঠগণ একে অন্যের সন্তানদের শাসন করত। নির্ভয়ে ছেলে- মেয়ে খেলাধূলা, বেড়ানোসহ সকল কাজ করতে পারত। শান্তিপুর ছিল শান্তির আবাস। এখন এখানকার অভিভাবকগণ তাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের নিজেদের চোখের বাইরে খেলতে,একা স্কুলে পাঠাতে ভয় পান। ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে সংকিত শান্তিপুরের বাসিন্দা। প্রতিদিনই যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলছে। এ অশান্তি থেকে মুক্তির লক্ষে প্রথমে এগিয়ে আসেন স্কুল শিক্ষিকা ফাতেমা। তিনি শান্তিপুরে শান্তি প্রত্যাশা করে এমন সমমনা মানুষ খুঁজে বের করেন এবং শান্তিঐক্যদল নামে একটি সেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি তার স্কুলের ছুটির দিনগুলোতে এদের নিয়ে যৌন নির্যাতনের কারণ, কারা করছে, নির্যাতিতের মনো-সামাজিক সমস্যার উপর ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করেন। এসব তথ্য তিনি গ্রামের সকল মানুষের সামনে তুলে ধরেন। পরবর্তি সময়ে তার দল শান্তিপুরের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন এবং থানা পুলিশকে এসব তথ্য সরবরাহ করেন এবং তাদের সাথে বৈঠক করেন। শান্তিপুরের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সকলে ঐক্যমতে পৌঁছালে শান্তিঐক্য দল নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে।

স্কুল শিক্ষক ফাতেমা ও তার সংগঠন

মানববন্ধন

যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিপুরের সকল মানুষ ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে এ কথা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ফাতেমা মানববন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখানে সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। নির্যাতনকারীদের সকলে ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে

সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ করেন।

পোস্টারিং

শান্তিঐক্য দল যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে এলাকার নির্যাতনের তথ্য, কে নির্যাতনকারী, যৌন নির্যাতনে বিভিন্ন আইন ও আইনের ধারাসহ বিভিন্ন স্লোগান লিখে রাস্তার মোড়, বিদ্যালয়ের দেয়াল এবং যেসব স্থানে মানুষ ব্যাপকভাবে চলাচল করে সেসব স্থানে টাঙিয়ে রাখে।

পোস্টার হাতে গ্রামবাসী ও মানববন্ধন

পোস্টার পেপারে কার্টুনের হাতে নিচের স্লোগানগুলো লিখতে হবে।

- যৌন নির্যাতনকারী পশুর সমান
- যৌন নির্যাতনকারীর গলায় জুতার মালার ছবি
- শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা তার অধিকার
- শান্তিপুরের যৌন নির্যাতনকারীর পরিবারকে সামাজিকভাবে পরিত্যাগ কর
- দুষ্ট ও নষ্ট লোক থেকে দূরে থাক
- নির্যাতনকারীকে আইনের হাতে তুলে দাও
- দুষ্ট ও নষ্ট লোকের মিষ্টিকথা এদের প্রলোভনের ফাঁদে পড়বো না
- নির্যাতনের ঘটনায় আর রবোনা চুপ, লজ্জাপাবে খারাপ লোক শাস্তি হবে খুব
- দুষ্ট লোকের কাছে যাবনা, তার সাথে কথা বলব না, তার দেওয়া কিছু নেব না, তার সঙ্গে যাব না, তার ডাকে সাড়া দেব না
- কাছে আমার দুষ্ট লোক বুঝতে যদি পারি
- দৌড়ে আমি পালিয়ে যাব, করবনা তো দেরি।
- আমার আছে না বলার অধিকার

- বিপদ থেকে বাঁচতে করবো আমি চিৎকার
- কাছের লোকের আচরণ খারাপ যদি হয়
- বলবো খুলে মা-বাবাকে পাবো নাকো ভয়
- গোপনে কারো দেওয়া উপহার করব নাকো গ্রহণ
- ঘৃণা করব সে লোককে বলবো মাকে তখন
- যৌন নির্যাতনের কথা আপনজনকে বলব তৎক্ষনাত
- নির্যাতনকারী করবে নাকো আর সাহস আর একবার
- যৌন নির্যাতনের শাস্তি মৃত্যুদন্ড

শিশু, কিশোর-কিশোরী দলে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

ফাতেমার দল যৌন নির্যাতনের অনেক ঘটনা শিশু, কিশোর- কিশোরী দলের মাঝে উপস্থাপন করে। শান্তিপুরের বিভিনড়ব স্কুল ও কলেজের শিশু, কিশোর- কিশোরীদের নিয়ে তিনি এ দল গঠন করেন। তার দল যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে এসব শিশু, কিশোর-কিশোরী দলের মাঝে যৌন নির্যাতনকারীর আচরণ, যৌন নির্যাতনে আইনের বিধান ও শাস্তি, নির্যাতনের প্রকৃতি, শরীর-মনে নির্যাতনের প্রভাব এবং এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা, ঘটনার শিকার শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবারের সাথে আচরণ, দুষ্ট লোকের আচরণ, অপরিচিত কারো সাথে ভাব বিনিময় না করা, কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ না করা, উত্তেজিত না হওয়া, নিজ ঘরে আপন ভাই-বোন ব্যতীত কারো সাথে একাকী না থাকা, নির্জন স্থানে বয়সে বড় ছেলে বন্ধুদের সাথে কোথাও গমন না করা, দুষ্ট সমবয়সী বন্ধুদের সাথেও নির্জন স্থানে না যাওয়া কিংবা শূন্য ঘরে না থাকা, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে স্পর্শ সম্পর্কে সচেতন করা প্রভৃতি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন এবং তাদেরকে সচেতন করে তোলেন। ফাতেমার গঠিত এসব দল বিভিন্ন গ্রামে অনেক ছোট ছোট দল তৈরি করে।

ফাতেমা দলের কিশোর কিশোরীদের উদ্বুদ্ধ করছে

অভিভাবক সভা

ফাতেমার দল শান্তিপুরের প্রতিটি বাড়ির সাথে একটা সামাজিক যোগাযোগ তৈরি করেছে। এলাকায় গঠন করেছে অভিভাবক দল। এসব দলকে নিয়ে মাসে একটি সভা করেন তিনি। এ সভায় নির্যাতনকারী চিহ্নিতকরা, নির্যাতনকারীকে সতর্ক করা, বখাটেদের পরিবার এবং বখাটেকে সতর্ক করা, নিজ সন্তানকে কীভাবে রক্ষা করবে, নিজ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য, সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক, কারা আপনজন, কে দুষ্ট প্রকৃতির, এলাকার বখাটেদের পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট করার কৌশল, নির্যাতিত সমাজে একা নয় প্রভৃতি বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করে তোলেন। শান্তিপুরের অভিভাবক দল এখন সংগঠিত।

ফাতেমা উঠান বৈঠকে সভা করছে

ভিডিও প্রদর্শন

শান্তি ঐক্য দল নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের সহায়তায় শান্তিপুরের প্রতিটি এলাকায় কার্টুন ছবি প্রদর্শন করে। এ ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে নির্যাতনকারীর আচরণ কেমন হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে, বখাটের পিতা-মাতার অচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, নির্যাতনকারীর নিজের পিতা কীভাবে নিজ সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে, নির্যাতিতার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি, নির্যাতিতাকে সামাজিক সহযোগিতা, কীভাবে নিজ সন্তানকে রক্ষা করবে প্রভৃতি বিষয়ে ভিডিও প্রদর্শন করেন। ফাতেমার এ ভিডিও দেখতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এসব চিত্র দেখে এলাকার লোক দুষ্ট লোকের প্রতি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

সামাজিকভাবে বয়কট

এ সংগঠন সামাজিকভাবে নির্যাতনকারী হিসেবে পরিচিত তিনটি পরিবারকে বয়কট করেছে। এ তিনটি পরিবারের সাথে এলাকার লোক যোগাযোগ করে না, তাদেরকে কেউ কোনো

অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে না, কেউ মেলামেশা করে না, দোকানিরা তাদের কাছে দোকানের মালামাল বিক্রি করে না, এলাকার সকলে এদেরকে ঘৃণা করে ।

শান্তিপুরে এসব কার্যক্রম চালানোর ফলে এখন আর তেমন যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে শোনা যায় না । গ্রামটিতে এখন শান্তি বিরাজ করছে ।

কাজ-১ : নিচের ছকটি দলীয়ভাবে পূরণ কর
যৌন নির্যাতনকারীর আচরণ এবং নির্যাতন মোকাবেলার কৌশল চিহ্নিত কর ।

যৌন নির্যাতনকারীর আচরণ	নির্যাতন মোকাবেলার কৌশল

কাজ-২ : তোমার এলাকার যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে ফাতেমার কৌশলসমূহ কী যথোপযুক্ত ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও ।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ———— জন নারী আত্মহত্যা করেছে ।
খ. পুলিশ প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিদিন ———— যৌন নির্যাতন মামলা হয়েছে ।
গ. যৌন নির্যাতনের শিকার প্রায় সকলে ঘটনা ———— দেয়ার চেষ্টা করে ।
ঘ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী ———— হয় ।
ঙ. শিশুর সুস্থ শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন ———— ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ

ক. শান্তিপুরে অশান্তি কেন?
খ. মানব বন্ধন কী?
গ. কয়েকটি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির নাম লিখ ।
ঘ. যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে একটি কৌশল বল ।
ঙ. যৌন নির্যাতনকারী কিসের সমান?

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহামান্য হাইকোর্ট কত সালে যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত ১১ দফা নির্দেশনা সম্বলিত রায় প্রদান করেন?

ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১

২. যৌন নির্যাতিতের প্রতি সহায়তা প্রদানে পথচারির অনাগ্রহের কারণ কোনটি?

ক. নির্যাতিতের প্রতি ঘৃণা খ. নির্যাতনকারী প্রভাবশালী
গ. দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীনতা ঘ. আইনগত জটিলতা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অলোক বাবুর একটি মেয়ে আছে। তিনি তার জন্য মাসে মাসে ৫০০ টাকা করে জমান। তিনি ভাবেন মেয়ের বয়স হলে উক্ত টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিবেন।

৩. কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে অলোক বাবুর মধ্যে কোন বিষয়টি অনুপস্থিত?

ক. ছেলে মেয়ের সমানাধিকার খ. কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা
গ. কন্যা সন্তানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ঘ. উদার মনোভাব

৪. অলোক বাবুর কাজটির মাধ্যমে-

i. তার কন্যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে
ii. অন্যরা উক্ত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে
iii. তার সন্তানের মধ্যে অনুকরণপ্রীতি দেখা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন

দশম শ্রেণির ছাত্র রুবেল ৭ম শ্রেণির রানীকে খুব পছন্দ করে। রানী রুবেলকে বরাবরই এড়িয়ে চলে। একদিন রুবেল রানীর হাত চেপে ধরে। রানী এ ঘটনা তার সহপাঠীদের জানায়। রানীর সহপাঠীরা রুবেলের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করে বিদ্যালয়ের দেয়ালে সেঁটে

দেয় । ঘটনা জেনে প্রধান শিক্ষক তার সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের নিয়ে একটি যৌথ সভা আহবান করে ।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানীর দায় কার?

খ. 'সুস্থ শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ মন'- ব্যাখ্যা কর ।

গ. যৌন নির্যাতন মোকাবেলায় রানীর সহপাঠিরা কোন কৌশলটি বেছে নিয়েছে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. প্রধান শিক্ষকের কার্যক্রমে রুবেলের মতো শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহিত হবে- বিশ্লেষণ কর ।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের সামাজিক অনুশাসন ও নৈতিকতা

পরিবার, বিদ্যালয় এবং প্রতিবেশি খেলার সাথি এই তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিশু, কিশোর-কিশোরীর পারস্পরিক ভাব বিনিময়, খেলাধূলা ও বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্র। এ তিনটি ক্ষেত্রকে আচরণ বিকাশের বাড়িও বলা হয়। এ তিনটি বাড়িতে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, শিশু, কিশোর-কিশোরীর ক্রিয়াকলাপের এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো মিল থাকে যার কারণে এদের আচরণের দিক দিয়ে তিনটি চেহারা ধারণ করে থাকে। বিদ্যালয়ে এরুপ ছাত্র বাড়ির অভ্যাস হারায়, বাড়িতে বিদ্যালয়ের অভ্যাস, আর সঙ্গী সাথীদের দলে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের অভ্যাস দুই-ই হারায়। এদের সামাজিক অনুশাসন ও নৈতিক চরিত্রগঠন এই তিনটি ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

ছালাম বিনিময় করছে

বৃদ্ধকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা করছে

শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে

ভাইবোন হাত ধরে হাঁটছে

সমাজের প্রত্যেকটি শিশুই সহজ সরল, বিশ্বাস প্রবণ, মিশুক, অকপট ও উদার। সামাজিক অনুশাসনই পারে শিশুর স্বভাব সুলভ এই আচরণ ধরে রাখতে। সামাজিক অনুশাসন হলো সমাজে গড়ে ওঠা আদর্শ ও মূল্যবোধের অনুশীলন। সমাজের এই আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো হলো বড়দের শ্রদ্ধা করা, প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক, সদাচরণ, অন্যের উপকার করা, সদুপদেশ দান, ছোটদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ, অন্যের ক্ষতি না করা, শিশু, নারী ও বৃদ্ধের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি। এই আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন। শিশুর নৈতিকতা গঠনেও সামাজিক অনুশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সঙ্গীদলে সমাজিক অনুশাসনের মিল থাকলে শিশু কোনো অভ্যাস হারাবে না এবং কোনো অন্যায় অনুশাসন মানবে না। শিশু হয়ে উঠবে সমাজ সচেতন এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব ।

পাঠ : ৩.১ ও ৩.২ শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে পরিবারের ভূমিকা

শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারই শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল কেন্দ্র। শিশুর চেহারার গঠন যেমন পিতা-মাতার মতো হয় তেমনি তার আচরণের ছাঁচও অনেকটা পিতামাতার মতো হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুর আচরণে পিতা-মাতার পরে ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং আত্মীয়-স্বজনেরও প্রভাব রয়েছে।

পরিবারের মাধ্যমেই প্রথমে শিশুর মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জন্মে। এমনও অনেক মা-বাবা আছেন যাদের ধারণা যে, ছেলে-মেয়েরা ভালো বা খারাপ হয় নিজে থেকে। এরূপ ধারণা ভুল। হৃদয়বান, মানবিকতা, সমাজ প্রিয়তা, সততা, উদারতা, পরোপকারীতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণগুলোর অনুভূতি শিশু প্রথমে মা- বাবা কিংবা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই অনুভব করে। আবার সংকীর্নতা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা, সিদ্ধান্তহীনতা, হীনমন্যতা প্রভৃতিও শিশুর আচরণে বাবা-মা কিংবা পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমেই প্রভাবিত হয়।

পরিবারে দাদা-দাদি, তার নাতি নাতনির সাথে গল্প করছে

সাধারণত মা-বাবা ইচ্ছে করে তাদের সন্তানকে নির্দয়, অভদ্র ও বদ মেজাজি করে তোলেন। তারা অন্তর দিয়ে চান যে, তাদের সন্তান যেন স্নেহপরায়ণ, সহনশীল, মানবিক এবং উদার হয়। সকলেই বলেন, তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেন সদগুণগুলো সন্তানের মধ্যে বিকশিত করতে। কিন্তু কোনো কোনো মা-বাবা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। আর কোনো কোনো মা-বাবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই সমস্ত কিছু ভালোভাবে হয়েযায়। এই ধরনের পরিবারের পারিবারিক পরিবেশ

সুন্দর। পারিবারিক সুন্দর পরিবেশই শিশুর আচরণে সদগুণগুলো বিকশিত করতে পারে।

শিশুকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন মা

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মা'ই প্রথম শিশুর অন্তরে সদগুণের বীজ বপন করেন। মা'ই শিশুর মনে প্রথম নৈতিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। শিশুর ঘুম পাড়ানির গল্প, গানে ও ছড়ায় নৈতিকতার বিষয় থাকলে শিশুমনে নৈতিক অনুভূতি জন্মে। এমনকি বর্ণ শিক্ষায় অ- অসৎ সঙ্গ ভালো নয়, অন্যায়কারীকে কেউ পছন্দ করে না, অন্যায় করা পাপ; আ- আলস্য দোষের আকর; ই- ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় প্রভৃতি শিক্ষা শিশু মনে নৈতিকতার বীজ বপন করে। যে পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা সত্য কথা বলেন, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না, সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করেন না, পারিবারিক কাজে সকলের অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন সে পরিবারে শিশুর আচরণের মধ্যে এ সদ গুণগুলো শৈশব হতে লক্ষ করা যাবে।

মা ছেলেকে খাওয়ার সময় বেশি বেশি দুধ মাছ দিচ্ছেন মেয়েকে দুধের গ্লাস এবং মাছের টুকরো দেননি।

কোনো কোনো পরিবারে মাকে দেখা যায় বড় সন্তান বা ছেলের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবন, কিংবা অধিক দুর্বল, এবং মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলেকে অধিক গুরুত্ব দেন। আবার খাবার বন্টনে ছেলের প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। শাসনের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য করেন কিংবা পার্থক্যের চোখে দেখেন এতে শিশুর মনে হিংসাবোধ, দূর্বল বিচারবোধ, হিনমন্যতা প্রভৃতি অসদগুণের সৃষ্টি হতে পারে। পরিবারে যে মায়ের আচরণে সকল শিশুকে সমান চোখে দেখার প্রবনতা লক্ষ করা যাবে সে মায়ের সন্তানরা উদার মনোভাব সম্পন্ন হবে। অনেক পরিবারে দেখা যায় সন্তানদের অন্যায় আচরণে মা ক্ষুব্ধ হন, মা শাসন করেন। মায়ের এ প্রকৃতির শাসন ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সন্তানের আচরণের মধ্যেও লক্ষ করা যাবে। সুতরাং মায়ের অনেক গুণই শৈশবেই শিশুর মধ্যে বিকশিত হতে থাকে।

পরিবারে শিশুর আচরণে পিতার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। পিতার ন্যায়-অন্যায়বোধ, ভালোকে ভালো বলা এবং মন্দকে মন্দ বলার গুণ শিশুর আচরণের মধ্যে শৈশব হতে লক্ষ করা যাবে। সন্তানের প্রতি পিতার

শাসনের প্রকৃতি, শাস্তি, পারিবারিক সম্পর্কের প্রকৃতি, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, ধর্মীয় আচারবোধ, অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনা প্রভৃতি শৈশব হতে শিশু পিতাকে অনুসরণ করছে যা তার পরবর্তী জীবনের আচরণে লক্ষ করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে পিতার অন্যায় শাসনও শিশুকে ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। ভাই- বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুপু এবং আত্মীয়-স্বজনের ন্যায়-অন্যায়বোধও শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে।

শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে পরিবারের সদস্যদের যা করা উচিত-

- নিজেদের চরিত্রের দোষ ত্রুটি দূর করতে হবে যাতে ছেলে মেয়েরা খারাপ উদাহরণ না পায়।
- অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করা উচিত নয়, সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- তাস খেলা, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
- শিশুর সাথে চিত্তাকর্ষক ও ভালো কাজে অংশগ্রহণ।
- সর্বদা শিশুর দোষ-ত্রুটি না দেখে সংশোধন করার পরামর্শ দেওয়া।
- শিশুকে নিজের, বন্ধু-বান্ধবের এবং জীবজন্তুর প্রতি উদার হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।
- শিশুর মন উদার হওয়ার লক্ষ্যে তাকে কোনো কিছু দান করার স্বাধীনতা দেওয়া।
- পরিবারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা।
- পরিবারে কন্যা সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা।
- পরিবারে কন্যা সন্তানদের কঠিন ও অপ্রীতিকর কোনো কাজ না দেওয়া।
- মায়ের কাজে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে সহযোগিতা করতে শেখানো।
- পরিবারে কনিষ্ঠ সন্তান জন্ম নিলে জ্যেষ্ঠ সন্তানের যত্নেও সমান গুরুত্ব দেওয়া।
- পরিবারে পিতা, মাতা ও অন্যান্য সকলকে পারিবারিক কাজে সত্য বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলার সৎ সাহসে উৎসাহিত করা, ভালো কাজে প্রশংসা করা, অন্যায় কাজকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া।
- পরিবার কিংবা অন্যের প্রতি সন্তানের নির্দয় ব্যবহার প্রশ্রয় না দেওয়া।
- সমাজের ভালো ও মন্দ লোকের পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা।
- দুষ্ট লোকের আচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায়শই সন্তানদের মাঝে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করা।
- চরিত্রবান ও নৈতিকগুণ সম্পন্ন মানুষের কর্মজীবনের ঘটনা শুনানো।

কাজ-১ : বিন্দু বাবা-মায়ের পারিবারিক কলহের মধ্যেই বড় হচ্ছে। মা সারাক্ষণ অন্যের সমালোচনা, অপরকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং অপরের সাথে কলহ বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া বিন্দুকে সময় দেন না, ছোট সন্তানকে বিন্দুর চেয়ে অধিক আদর করেন। বিন্দুর বাবা প্রায়ই বিন্দুকে মারধর করেন, অধিক শাসন করেন। এতে বিন্দু খুবই কষ্ট পায়। বাবার অত্যাচারে

প্রতিবেশীরাও ক্ষিপ্ত থাকে।

উপরের ঘটনায় বিন্দুর আচরণে পিতামাতার আচরণের কোন ছাপগুলো ছাপ পড়তে পারে এবং এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার করণীয় লিখ।

কাজ-২ : কান্তার মা সবসময়ই অন্যের উপকার করে। সত্যবাদী বলে সকলে তাকে চিনে। এলাকার অন্যায় কাজে সে প্রতিবাদ করে। দুর্বলের পাশে দাঁড়ায়। ছোটদের স্নেহ করে, বড়দের শ্রদ্ধা করে। মন্দ লোকের সংস্পর্শে তিনি কখনো আসেন না। কারো অধিকারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। কান্তাও যেন তার মায়ের মতো।

কান্তার আচরণে তার মায়ের কোন দিকগুলো ফুটে উঠতে পারে?

পাঠ : ৩.৩ ও ৩.৪ শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিক চরিত্র গঠনে পরিবারের পরে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে এসে শিশু বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং এদের আচরণ তার উপর প্রভাব ফেলে। এরা হলো সহপাঠি, বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিদ্যালয়ের ছোট ও বড় ভাই- বোন, শিক্ষক, কর্মচারী, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি প্রভৃতি। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয়ের ভিতরে পরিচালিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলাধূলার মাঠ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিও শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিক আচরণ গঠনে ভূমিকা রাখে।

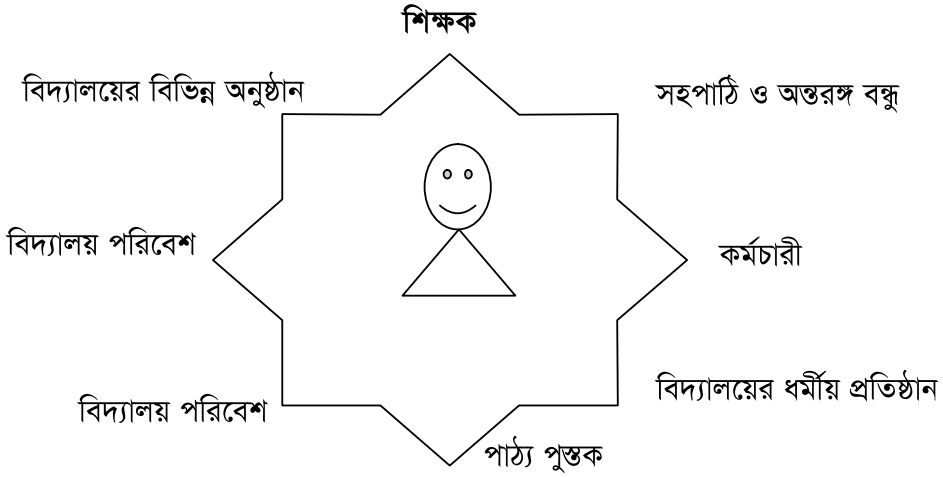

শিক্ষকদের আচার-আচরণ শিশুর আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। কোনো কোনো শিক্ষকের আচরণ, জীবন গড়া বিষয়ে বিভিন্ন উক্তি শিক্ষার্থী জীবনব্যাপী অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা লক্ষ কর,

ডাক্তার তাপসী তার প্রিয় রবীন স্যার সম্পর্কে বলেন, স্যারের শৃঙ্খলাবোধ, শিক্ষার্থীদের প্রতি উদারতা, ভালোবাসা, সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখা, নিজ সন্তানের মতো মনে করা আজও মনে পড়ে। তিনি বলতেন, উদারতা মানুষকে মহৎ করে, সকল প্রাণীকে ভালোবাস সুখ খুজে পাবে, সেবাই মানব ধর্ম। শৈশবে স্যার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তাপসী তুমি জ্ঞান অর্জন করবে মানব সেবার জন্য। আজ তাপসী সাফল্যলাভ করেছে এবং স্যারের কথা স্মরণ করছে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছে। অন্যের কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে পারছে। এতেই তার আনন্দ।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের ছবি–

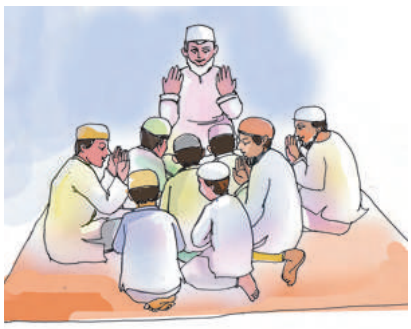

মিলাদুন্নবী

স্বরসতী পূজা

বড়দিনের / ক্রিসমাস ট্রি

ছালমা আজ কর কমিশনার। কোনো অন্যায়কে নিজ মনে ধারণ করা, দুর্নীতি, ঘুষকে ঘৃণা করতে পারার মাধ্যমেও দেশকে ভালোবাসা যায়– একথা ফাতেমা রহিম স্যারের মুখে অনেকবার শুনেছে। ছালমা আজ তা কর্মজীবনে মেনে চলছে এবং দেশের একজন সৎ নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করছে।

তোফাজ্জল একজন জেলা প্রশাসক। শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হিসেবে সরকার তাকে পদক প্রদান করেছে। তিনি তার কর্মময় জীবনে ঘুষ, দুর্নীতি, যৌতুক, মাদক বিরোধী আন্দোলন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। আজ উক্ত এলাকা দুর্নীতি মুক্ত এবং বিভিন্ন সমস্যামুক্ত। তিনি তার স্মৃতিচারণমূলক এক অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেছিলেন, শৈশব ও যৌবনে আমি বিদ্যালয় ও কলেজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি। আজ সময় এসেছে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের।

বিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আচার আচরণও শিশু, কিশোর-কিশোরীর আচরণকে প্রভাবিত করে। এ সকল কর্মচারীরা বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা প্রভৃতি কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর ধর্মীয়

আচারণ শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মপথ শিক্ষার্থীর জীবনে নৈতিকতার বীজ বপন করে। শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্থও তার নৈতিক চরিত্রগঠনে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে বিদ্যালয় যেসব ভূমিকা রাখতে পারে-

শিশুর হাতে পোস্টার পেপারে তারসুরক্ষার অধিকার

- প্রধান শিক্ষককে প্রতিদিন বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এসেমব্লীতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলা মেনে চলা, সত্য কথা বলা, অন্যায়কে ঘৃণা করা, পাপকাজ না সাফল্যলাভ করেছে এবং স্যারের কথা স্মরণ করছে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছে। অন্যের কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে পারছে। এতেই তার আনন্দ। করা, নারীর প্রতি সম্মান দেখানো প্রভৃতি নীতি বাক্য উপস্থাপন করতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে শোভন আচরণ করা, ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগানোর জন্য পাঠদান করা বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয় মেনে চলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেতে হবে।

শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শ্রেণি শিক্ষকগণ শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নৈতিকতা গঠন সম্পর্কিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিতর্কেও বিষয় হতে পারে- 'সত্য বলার অভ্যাসই শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন গড়তে পারে।' 'ঘুষ এবং দুর্নীতি সমাজ উন্নয়নের একমাত্র বাধা।'

- বিদ্যালয়ের দেয়ালে নৈতিকতা গঠন, শিশু অধিকার সম্পর্কিত নীতিবাক্য পোস্টার পেপারে লিখে নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ে যেমন- সপ্তম শ্রেণির লাল ঘোড়া, অপূর্ব প্রতিশোধ,উপদেশ প্রভৃতি গল্প, কবিতায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্থ পড়ানোর সময় নৈতিক দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজ-১ : বিদ্যালয়ের তোমার অনুকরণীয় শিক্ষককে মনে মনে নির্বাচন কর এবং তার ভালো গুণগুলো লিখ।

কাজ-২ : শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উপরের ঘটনা ও বিষয়বস্থ হতে চিহ্নিত করে নিচের ছকে লিখ।

প্রতিষ্ঠান	ভূমিকা
শিক্ষক	
কর্মচারী	
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	

পাঠ - ৩.৫: শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে সমাজের ভূমিকা

শিশু, কিশোর-কিশোরীর নৈতিকতা গঠনে পরিবার, বিদ্যালয়ের পরে সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এরা যে সমাজে বেড়ে ওঠে সে সমাজের মানুষের আচার-আচরণ এবং সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ, নিয়ম, রীতিনীতি তাদের আচরণে নানাভাবে প্রভাব ফেলে। প্রতিবেশি, পাড়া এবং মহল্লার যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীরা আসবে তাদের আচার-আচরণ এসব শিশুর আচরণে ফুটে উঠবে। সমাজে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পড়াশুনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ও মক্তব। খেলাধূলার জন্য কাব। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চর্চার জন্য সংগীত, আবৃত্তি ও নাটকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডা। আবার সমাজে নানান ধরণের প্রথা গড়ে ওঠে এগুলোও শিশু, কিশোর-কিশোরীর আচরণে নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

প্রতিবেশি বন্ধুদের সাথে একসাথে

প্রতিবেশি বন্ধুদের সাথে খেলা ধূলা

বন্ধুদের সাথে বিদ্যালয়ে যাওয়া

বন্ধুদের সাথে মসজিদে যাওয়া

আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিদ্যালয় কী ভূমিকা রাখে তা আমরা আগের পাঠে জেনেছি। শিশু বয়সে আমরা আমাদের প্রতিবেশি বন্ধুদের সাথে মেলামেশা,ও খেলাধুলা করি। একে অন্যের মনেরভাব প্রকাশ করি। এ সময়ে বন্ধুদের আচরণ আমরা অনুকরণ করি। মানুষকে উপকার করার মানসিকতা, বিপদে সাহায্য করা, অন্যায়ভাবে কাকেও কষ্ট না দেওয়া, অন্যের ক্ষতি না করা, ভালো কাজে প্রশংসা করা, মন্দ কাজে তিরস্কার করা প্রভৃতি অভ্যাসগুলো এ বয়স থেকেই আমরা শিখে থাকি। সহযোগিতা করা, সহমর্মিতা প্রকাশও বন্ধুদল থেকে শিখে থাকি। এ সময় আমরা ভালো বন্ধুর সাথে সখ্যতা গড়ে তুলব। তবে এ সময়ে বন্ধু নির্বাচনে আমাদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভালো বন্ধুর আচরণের প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। তবে এ ক্ষেত্রে সমাজের বয়জ্যেষ্ঠদের ভূমিকা রয়েছে। সমাজের বড়রা সব সময়ই বলে থাকে, অমুকের সাথে মিশবে না, তোমার মতো ভালো ছেলে ঐসব দলে মেলামেশা করা উচিৎ নয় ইত্যাদি। সমাজের বড়দের এ সব নিষেধ ও বাধা আমাদেরকে সঠিক পথ নির্বাচনে সহায়তা করে।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সুন্দর শৈশব আছে। এ সময়ে আমরা পাড়ার ছেলে- মেয়ে বন্ধুদল মিলে একথাথে দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বৌছি ধরা, কানামাছি খেলি। এসব খেলাধূলার মাধ্যমে আমরা একাত্বতা, নেতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শৃংঙ্খলা প্রভৃতি গুণগুলো অর্জন করে থাকি। এই গুণগুলোই আমাদের পরবর্তি জীবনে নানা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

আমরা যারা শহরে থাকি যেখানে খেলার মাঠ রয়েছে সেখানে আমরা এ ধরনের খেলায় মেতে উঠি। তবে শহরে বন্ধু নির্বাচনে আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। অপরিচিতদের সাথে খেলব না। তাদের দেওয়া কোনো জিনিস নিব না। সামান্য পরিচয়ে তাদেরকে বিশ্বাস করব না। শহরের অনেক ঘটনাই এই অপরিচিত বন্ধুদের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। তাছাড়া প্রতিবেশি ও পাড়া মহল্লার দুষ্ট বন্ধুদের মাধ্যমে খারাপ অভ্যাস শিখার কারণে অনেকের ব্যক্তি জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতারক বন্ধুরা অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলী হয়ে থাকে। তাদের আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে তাদের ফাঁদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার।

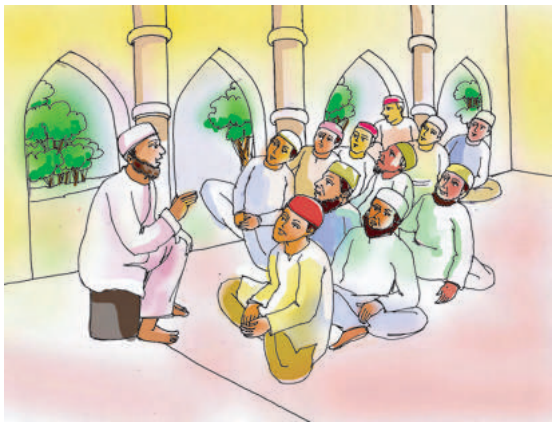

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মসভার ছবি

সমাজে গড়ে ওঠা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় অচরণ শিখে থাকি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, অন্যায়বোধ, পাপবোধ, শ"ড়খলাবোধ, ধৈর্য, সহনশীলতা, পরোপকারীতা, সৎ জীবন গড়া, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয় এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। আমরা প্রতি শুক্রবারে নামাজ আদায়ের জন্য একসাথে দলবেধে মসজিদে যাই। মসজিদের মুয়াজ্জিন বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনায় আমাদের সুন্দর আচরণ গড়ার পরামর্শ দেন। মন্দির, গীর্জা এবং প্যাগোডায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের সুন্দর আচরণ ও সৎজীবন গড়ার আলোচনা হয়। সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বিনোদন মূলক প্রতিষ্ঠান যেমন কাব,সাংস্কৃতিক সংঘ প্রভৃতি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শরীর ও মনের খোরাক পূরণ করি। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে থাকে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ন্যায়-অন্যায়বোধ, নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক ঐক্য প্রভৃতি গুণগুলো এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

কাজ-১: তুমি যে সমাজে বসবাস করছ সে সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত কর এবং এ প্রতিষ্ঠান তোমার নৈতিকতা বিকাশে কী প্রভাব ফেলছে তা লিখ।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান সঠিক শব্দ বসাও

ক. সমাজের প্রত্যেকটি শিশুই ———— ।

খ. সামাজিক অনুশাসনের ———— থাকলে শিশু কোন অভ্যাস হারাবে না।

গ. শিশু হয়ে উঠবে সমাজ সচেতন এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন ———— মানুষে

ঘ. পারিবারিক সুন্দর পরিবেশই শিশুর আচরণে ———— বিকশিত করতে পারে।

ঙ. নৈতিক চরিত্র গঠনে পরিবারের পর ———— ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

ক. সামাজিক অনুশাসনই পারে	i. শিশুর মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জন্মে।
খ. শিশুর নৈতিকতা গঠনেও	ii. শিশুকে ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতেপারে।
গ. পরিবারের মাধ্যমেই প্রথমে	iii. সকল প্রাণিকে ভালোবাস সুখ খুঁজে পাবে।
ঘ. অনেক ক্ষেত্রে পিতার অন্যায় শাসন	iv. সামাজিক অনুশাসনের ভূমিকা অপরিসীম।
ঙ. শিক্ষকদের আচার-আচরন	v. শিশুর আচরনের উপর প্রভাব ফেলে।
	vi. শিশুর স্বভাব সুলভ আচরন ধরে রাখতে।
	vii. নৈতিক আচরন গঠনে ভূমিকা রাখে।

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশু ও কিশোর-কিশোরীর আচরণ বিকাশের ক্ষেত্র কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে কোনটির প্রভাব সর্বাধিক?

i. পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা

ii. পরিবারের সামাজিক অবস্থান

iii. পিতামাতার আদর্শ ও মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুমন বিকেলে খেলতে বের হলে একদল ছেলে তাদের সাথে তাকে ধুমপান করতে বলে। এ অবস্থায় তার স্কুলের এক বড় ভাই তাকে ডেকে নিয়ে উক্ত ছেলেদের সাথে মিশতে নিষেধ করলে সে বাড়ি চলে যায়।

৩. সুমনের জন্য সঠিক ভূমিকা পালন করছে -

ক. পরিবার

খ. বিদ্যালয়

গ. সমাজ

ঘ. খেলার সাথি

৪. উদ্দীপকের বড় ভাই এর ভূমিকায় সুমন-

i. সঠিক পথ নির্বাচন করতে পারবে

ii. তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে

iii. মন্দ বন্ধুকে সহজে চিনতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii